নাগরিক সম্মেলন ২০১৭

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন

কাউকে পেছনে রাখা যাবে না

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের রূপান্তরমুখী অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অন্বেষণে: কাদেরকে পেছনে রাখা যাবে না

বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট, ঢাকা

৬ ডিসেম্বর ২০১৭

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

গবেষকবৃন্দ

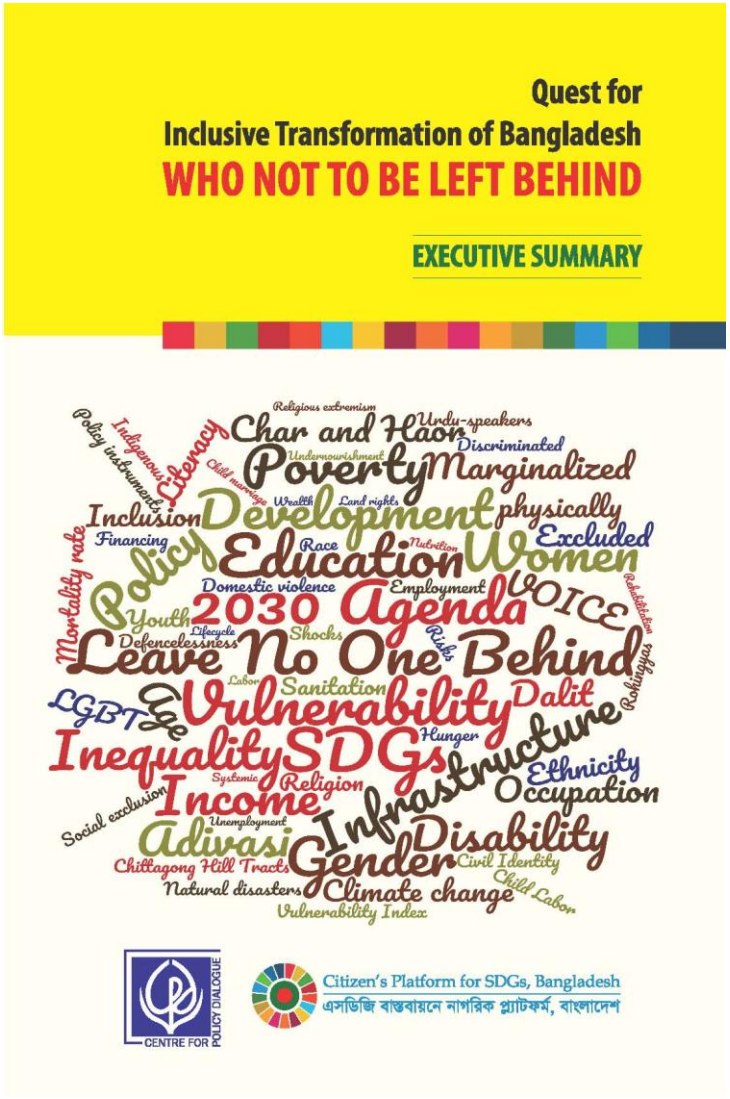

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

তৌফিকুল ইসলাম খান

সারাহ্ সাবিন খান

মিশাল মাসুদ সিনহা

আনিকা মুজিব শুচি

সুমন বিশ্বাস

সৈয়দ মুহতাসিম ফুয়াদ

সূচি

- সূচনা
- ‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ –এর ধারণা
- উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান
- বিপন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন চাহিদা
- নীতি কাঠামোতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান
- সুপারিশসমূহ

সূচনা

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে
- বাংলাদেশের নাগরিকেরাও এসডিজি'র অন্তর্ভুক্তিমূলক ও রূপান্তরমূলক বাস্তবায়ন দেখতে চান
- ২০৩০ এজেন্ডার একটি রূপান্তরমূলক দিক হল - 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না' – এই অঙ্গীকার
- একই সাথে ২০৩০ এজেন্ডায় 'সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া' মানুষদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সুপারিশ করা হয়েছে
- বাংলাদেশ সহ জাতিসংঘের সব সদস্য-দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা নীতিগতভাবে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন

গবেষণা পদ্ধতি

- সরকারি জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্য
- অন্যান্য গবেষণা
- বিশেষজ্ঞ মতামত
- পেশাজীবি কর্মশালা
- বিপন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা

একটি 'বিপন্নতা সূচক' তৈরি করা হয়েছে

বিপন্নতার বৈশিষ্ট্যগুলোর গভীরতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে

‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ –এর ধারণা

- ‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ – এই ধারণার বাস্তবসম্মত চিত্র কেমন হবে সেটা খুব স্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়
- আয়, বয়স, বর্ণ, জাতিসত্তা, প্রতিবন্ধিতা, ভৌগোলিক অবস্থান – এধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য কোন কোন অভীষ্টের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হলেও ‘অন্যান্য বৈশিষ্ট্য’ কথাটা উল্লেখ থাকায় জাতীয় পর্যায়ে এ ধারণার ভিন্নতা থাকতে পারে

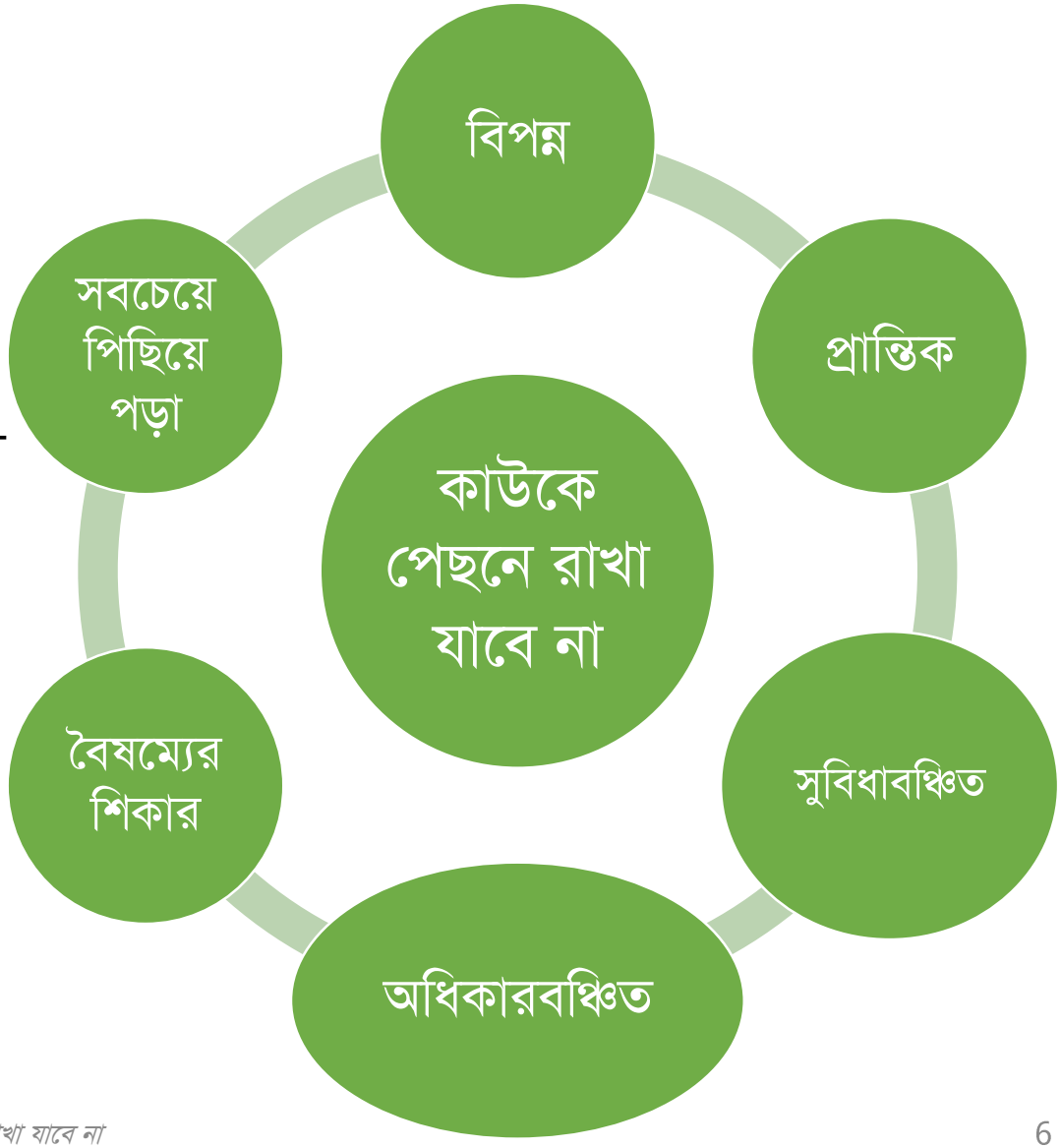

‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ -এর ধারণা

‘বিপন্নতা’ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ঝুঁকিতে পড়ার সম্ভাবনা বা তা থেকে উত্তরণ-ক্ষমতার সম্ভাব্য অবস্থা নির্দেশ করে

এর ফলে তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারে বা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হতে পারে অথবা উন্নয়ন সুবিধা-বঞ্চিত সবচেয়ে পেছনে পড়ে থাকা জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়ে পড়তে পারে

উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান

মোট জনসংখ্যার বিপন্নতা বৈশিষ্ট্য অংশ, ২০১০ (%)

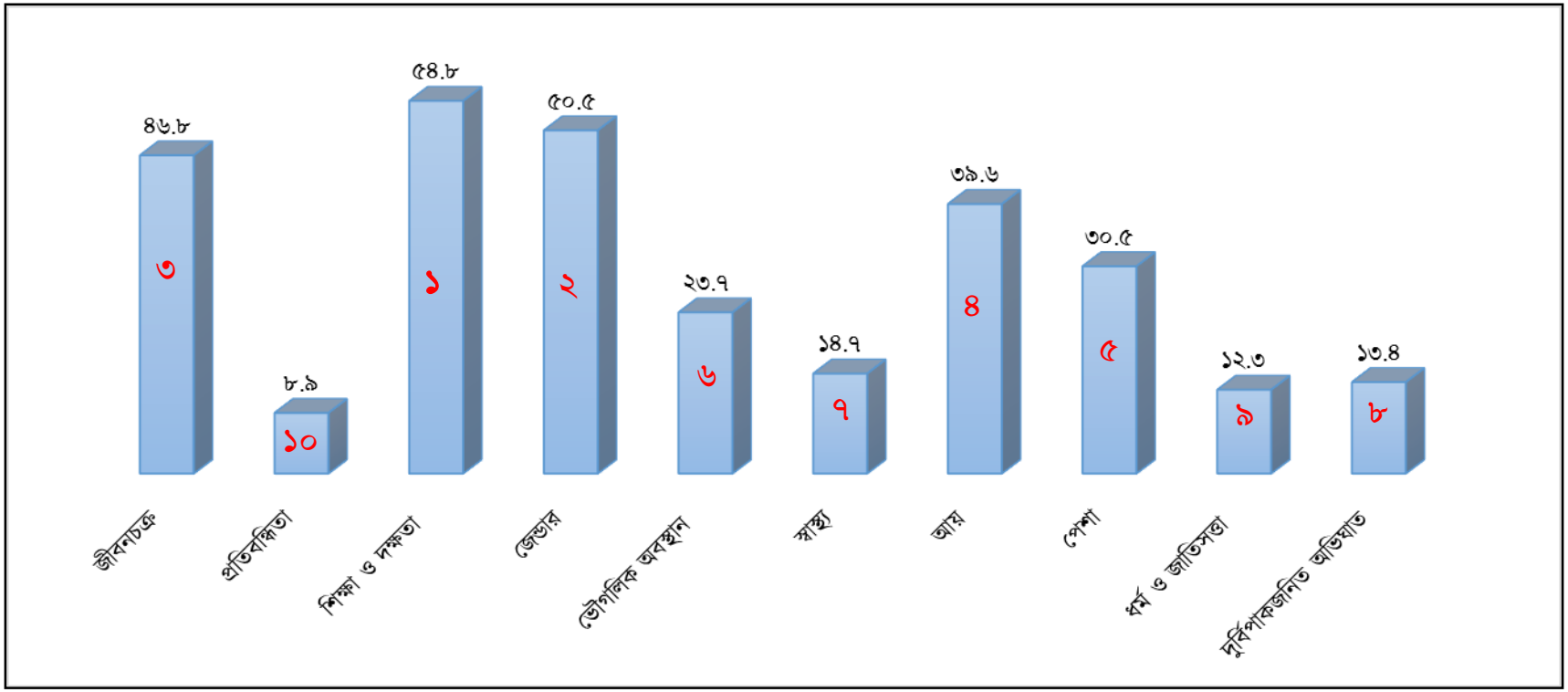

সূত্রঃ খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০-এর তথ্য ব্যবহার করে প্রাক্কলিত

- নাগরিক পরিচয় এবং লৈঙ্গিক বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি

উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান

- আয় এবং সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে

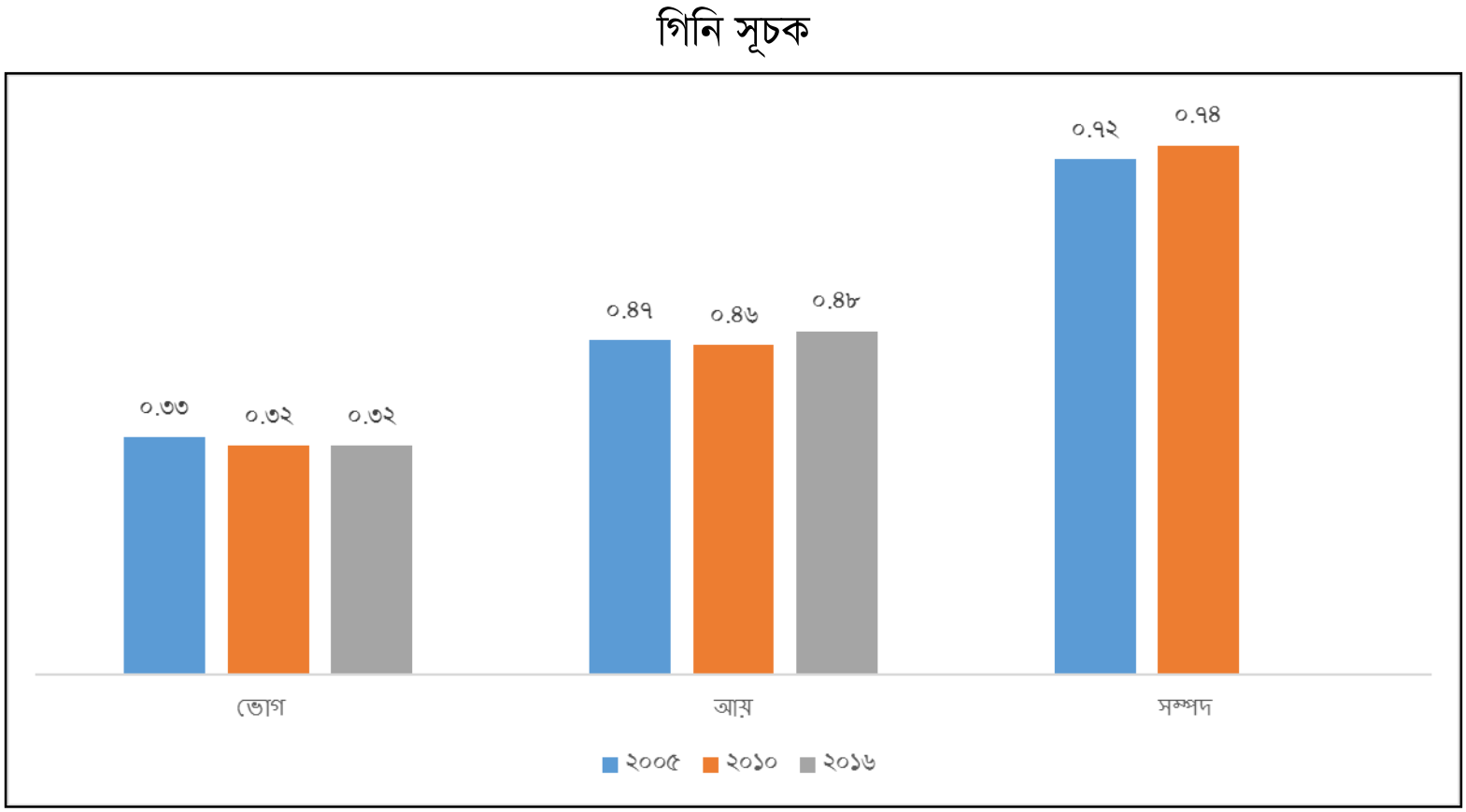

সূত্রঃ খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০-এর তথ্য ব্যবহার করে প্রাক্কলিত। ২০১৬ সালের তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান

- বিগত বছরের অগ্রগতি সত্ত্বেও জেন্ডার বৈষম্য বিদ্যমান (বিশেষত অর্থনৈতিক সূচকে)
- গ্রাম-শহর বা ভৌগলিক পার্থক্য স্পষ্ট (বরিশাল সবচেয়ে পিছিয়ে – এরপর সিলেট রংপুর)
- পার্বত্য অঞ্চল অনেক বেশি বিপন্ন
- স্বল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠী শোভন কাজ পাচ্ছে না
- ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী পিছিয়ে আছে
- অনেক বিপন্ন জনগোষ্ঠী সরকারি পরিসংখ্যানে স্থান পায় না, ফলে তাদের যথাযথ অবস্থাও নিরূপণ করা যায়নি
  - সবচেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া যায় – গ্রাম-শহর বা বিভাগ, জেন্ডার, শিক্ষা
  - সবচেয়ে কম তথ্য পাওয়া যায় – নাগরিক পরিচিতি, লৈঙ্গিক বৈচিত্র্য, স্বাস্থ্য, নৃতাত্ত্বিক, দুর্বিপাকজনিত অভিঘাত, প্রতিবন্ধিতা, পেশা

উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান

- ২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ হতে প্রাক্কলিত 'বিপন্ন সূচক' নির্দেশ করে
- আয় দারিদ্র বিপন্নতা নির্ধারণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে
- এর পর রয়েছে পেশা, শিক্ষা, বয়স
- একজন ব্যক্তির যতো বেশি বিপন্নতা বৈশিষ্ট্য থাকে, তিনি ততো বেশি আয়ের দিক থেকে বিপন্ন

বিপন্নতা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনসংখ্যার অংশ (%)

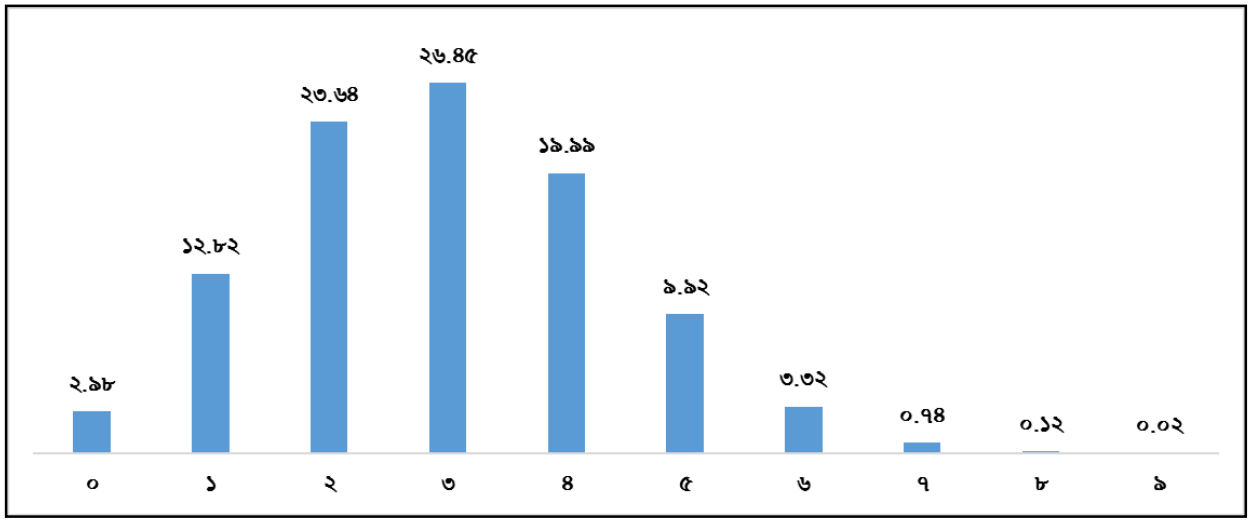

সূত্রঃ খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০-এর তথ্য ব্যবহার করে প্রাক্কলিত

বিপন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন চাহিদা

- দারিদ্র্য ও শোভন কর্মসংস্থান বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে

- মানসম্মত শিক্ষা (এসডিজি ৪)
- অবকাঠামো (এসডিজি ৯)
- সামাজিক বৈষম্য (এসডিজি ১০)
- দুর্বিপাকজনিত অভিঘাত (এসডিজি ১৩)
- নিরাপত্তার অভাব (এসডিজি ১৬)
- তথ্যের অপ্রতুলতা (এসডিজি ১৭)

নীতি কাঠামোতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থান

- জেন্ডার এবং জীবনচক্র সম্পর্কিত বিপন্নতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনগোষ্ঠী (বিশেষভাবে নারী ও শিশু) নীতি কাঠামোতে সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে
- দারিদ্র (এসডিজি ১), শিক্ষা (এসডিজি ৪) এবং বৈষম্য (এসডিজি ১০) নীতি কাঠামোতে অধিকতর উল্লেখ করা হয়েছে
- ২০০০ দশকের শুরুতে নারী, শিশু এবং দারিদ্রের উল্লেখ বেশি ছিল
- ২০০৮ এর পর প্রতিবন্ধিতা, সংখ্যালঘু এবং পরিবেশ দুর্বিপাকজনিত অভিঘাত-এর শিকার জনগোষ্ঠীর কথা নীতি কাঠামোতে স্থান পাওয়া শুরু করে
- অনেক ক্ষেত্রে নীতি বাস্তবায়নের বিলম্ব একটি বড় বাধা
- অনেক বিপন্ন জনগোষ্ঠীর উল্লেখ নীতি কাঠামোতে নেই

সুপারিশসমূহ

- মূলধারার নীতি কাঠামোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে
- কিছু বিপন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে চাহিদাভিত্তিক বিশেষ নীতি প্রয়োজন
- সম্পত্তিতে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং প্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে
- যথাযথ 'বৈষম্য নিরোধ আইন' বাস্তবায়ন প্রয়োজন
- সরকারি সেবার ক্ষেত্রে বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে প্রাধিকার দিতে হবে
- আর্থসামাজিক (এসডিজি) সূচকে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থা জানতে অধিকতর তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন
- সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি সমাজের এবং রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে

ধন্যবাদ

http://cpd.org.bd/